হুল

সংকলনে
বদরে আলম

www.pathagar.com

হুল

সংকলনে ঃ বদরে আলম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৬৬

প্রথম প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২১
শ্রাবণ	১৪০৭
জুলাই	২০০০

বিনিময় ঃ ৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

HUL Collected by Badra Alam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 30.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছোট কিশোর ভাই বোনেরা। ভালো ভালো গল্প কাহিনী তোমরা খুঁজে বেড়াও। পেলে সংগে সংগে পড়ে ফেলো। তোমাদের অনেকের অভ্যাস এটা। কারণ এইসব গল্প কাহিনী থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আবার এগুলির সাহায্যে নিজের জীবনও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়। একটা ভালো গল্প একটা হীরের টুকরোর মতো। যার কাছে থাকে তাকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং তার মূল্য বাড়িয়ে দেয়।

তাই তোমাদের জন্য এই গল্পগুলি আমি সংগ্রহ করেছি। ফুলকুঁড়ি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে। তোমরা এগুলি পড়ে যেমন খুশি হবে, লাভবান হবে তেমনি যারা এগুলি লিখেছে তোমাদের জন্য তারাও খুশি হবে। তাই তাদেরকে জানাই মুবারকবাদ।

—বদরে আলম

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. হুল ৯
২. সুমনের সুখ-দুঃখ ১৪
৩. এক বুড়ির গল্প ২২
৪. বাবার কলম ২৬

www.pathagar.com

স্কুল থেকে ফেরার পথে কাঁটা-ঝোপের ভেতর প্রথম নজর পড়ে আলমের ; চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়। বাঘের মাথা। খোকন আর মজিদও আলমের দৃষ্টি অনুসরণ করে ভয় পেয়ে যায় ডোরা কাটা দাগ দেখে। ভয়ে তিনজনে দৌড় দেবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। চোখে চোখে তাকায়। রয়েল বেঙ্গলটা বোধহয় লাফ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ঝোঁপের ভেতর বসে। ক'দিন থেকে শোনা যাচ্ছে, এলাকায় বাঘ এসেছে। সুন্দরবন এখান থেকে মাত্র ন' মাইল দূরে। খড়মা নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় গোলবুনিয়া, কচুরনিয়া, বৈদ্যমারী গ্রামে বাঘ এসে গরু-বাছুর সাবাড় করছে সমানে।

প্রায় তিন মিনিট ধরে বাঘের লাফের অপেক্ষায় কাঁপতে কাঁপতে যখন লাফ দিল না বাঘ, তখন প্রথমে সাহস করে একটু সামনে এগোল খোকন। উঁকি দিয়েই হেসে উঠে বলল, বাঘ কোথায়। ওটাত ভীমরুলের চাক ! কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মজিদ ও আলম। কত বড় চাক। একেবারে পাঁচ নম্বর ফুটবলের মত গোলগাল। বাঘের মত ডোরা কাটা দাগ।

www.pathagar.com

তিনজনের মাথায়ই কিশোর সুলভ দুষ্টু বুদ্ধি এসে গেল। মাটির ঢিল কুড়াতে লেগে গেল অমনি। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ঢিল ছুঁড়ে মজা করবে।

এ রাস্তা থেকে একটি সরু পথ সোজা চলে গেছে নদীর দিকে সেই পথ বেয়ে আসতে দেখা গেল মদন পাগলাকে। অমনি তিনজনের মাথায় এল অন্যরকম দুষ্টু বুদ্ধি। পাগলাকে আজ ভীমরুলের কামড় খাওয়াতে হবে। পাগলা যা মজার মজার কাণ্ড করে না। তিনজনে ও পাশের ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে লুকোয়।

আসছে মদন পাগলা গান গাইতে গাইতে। পরণে সেই আদ্যিকালের ছেঁড়া-ময়লা ফুলপ্যান্ট। খালি গা। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। গা ভরা ধূলো-ময়লা। এ গ্রামে এসে ইদানীং ঘাঁটি গেড়েছে। চেয়ে চিন্তে খায়। রাত হলে গ্রামের পথে-ঘাটে ঘুরে হেড়ে গলায় গান গায়। বাড়ি কোথায় তার কেউ জানে না। গ্রামের ছেলে-বুড়োদের অনেকে এ পাগলাকে ক্ষেপিয়ে মজা পায়।

পাগলা যেই মাত্র কাছাকাছি এসেছে, অমনি তিনজনে ভীমরুলের চাক লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। কয়েকটি ঢিল পড়ার পরই চাকের একটা অংশ ভেঙ্গে নিচে পড়ে। চাক ছেড়ে ভীমরুলের দল বাইরে এসে সামনে পায় মদন পাগলাকে। অমনি ঘিরে ধরে সমানে হুল ফোটাতে শুরু করে। পাগলা চীৎকার দিয়ে ছুটে সামনের দিকে। কিন্তু বেশীদূর যাবার আগেই রাস্তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গোঙাতে থাকে। ওরা তিনজন ঝোঁপের আড়ালে বসে হেসে কুটি কুটি হয়। তারপর অন্য পথে বাড়ি ফিরে।

বিকেলে গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের বাড়ীতে ডাক্তার আসে। মদনকে দেখে ওষুধ-পথ্য দেন। ইনজেকশন করেন। তখন বেহুঁশ পাগলা।

www.pathagar.com

ডাক্তার বলেন, ভাল হয়ে যাবে। উপস্থিত গ্রামবাসীরা বলাবলি করে যে, পাগলা ভীমরুলের চাকের সঙ্গে পাগলামী করতে গিয়েই জব্দ হয়েছে। ভীড়ের ভেতর খোকন, আলম এবং মজিদও ছিল। ওরা ত পাগলাকে চিনতেই পারে না। চোখ-মুখ ফুলে একেবারে বেলুন হয়ে গেছে।

আর মাত্র চারদিন পর পূর্ণিমা। দেরী করলে মৌচাক কেটে নামাবে তালেব মৃধা। সেও পূর্ণিমার অপেক্ষায় আছে। এ সময়ে মৌচাক থাকে মধুতে ভরা।

চুরি করে মধু খাওয়ার লোভে মৌচাক কাটার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ওরা তিনজনের নদীর পাড়ের বিশাল বাগানটায় ঢুকে পড়ে।

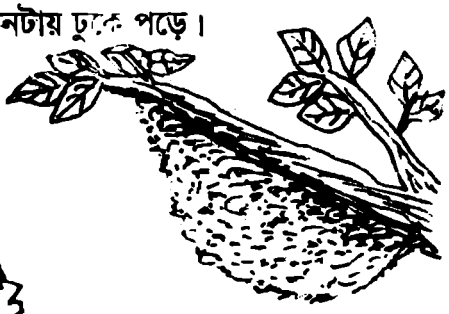

বিকেল এখন। রাতে আবার চুরির ভয়ে তালেব মৃধা মৌচাক পাহারা দেয়।

পা টিপে আমতলায় এসে একটা ঝোঁপের ভেতরে বসে খোকন, আলম ও মজিদ। মাথার উপরেই বিরাট আমের ডালে মধুভরা বিশাল মৌচাক। খোকন আর আলম উঠবে গাছে। গামলা হাতে নিচে থাকবে মজিদ।

www.pathagar.com

হঠাৎ-ই বাজটি জেট বিমানের মত উড়ে গেল মৌচাকের একটা বড় অংশ খসিয়ে দিয়ে একই গতিতে ডানা ঝাঁপটাতে ঝাঁপটাতে চলে গেল

ওদিকে-মৌমাছিরা একটা হুলও বসাতে পারল না ওর শরীরে। কিন্তু চাকের অংশটা এসে পড়ল এদের তিনজনের সামনে বাবাগো-মাগো বলে ছুটল নদীর দিকে। ধাবমান মৌমাছিরা পাছ পাছ চলল হুল ফোটাতে ফোটাতে। নদীর জলে ঝাপ দেবার পরও ছাড়ল না। ডুব দিয়ে আর কতক্ষণ থাকা যায়। যেই মাত্র মাথা তোলে পানির উপরে অমনি মাথা ঘিরে ধরে

www.pathagar.com

মৌমাছিরা। আবারও ডুব। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ পারা যায়। যন্ত্রণায় মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। শক্তি ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসছে। চারদিক থেকে অন্ধকার যেন গিলে ফেলছে ক্রমশ।

হুশ ফিরলে তিনজনই দেখতে পায় তারা শুয়ে আছে নদীর চড়ায়। মদন পাগলা পাশে বসে শরীরের হুল তুলে ফেলছে। তার কাপড়ও ভেজা। তিনজনেই বুঝে ফেলে, পাগলা না থাকলে আজ তিনজনেরই সলিল সমাধি ঘটত।

তিনজনকে চোখ মেলতে দেখে মদন পাগলা বলে, চুপচাপ শুইয়ে থাহো বাবুরা ... আমি হুল তুইলে ফেলাতিছি। কিচ্ছু হবে না। আমারে না ভীমরুলি কামড়াইল, কিছু কি হল !

এদের মুখে কথা ফোটে না। ঠোঁট ফুলে কোল বালিশ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। চোখের চারপাশে যেন পাহাড় গজাচ্ছে ক্রমশ .... দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে আসছে।

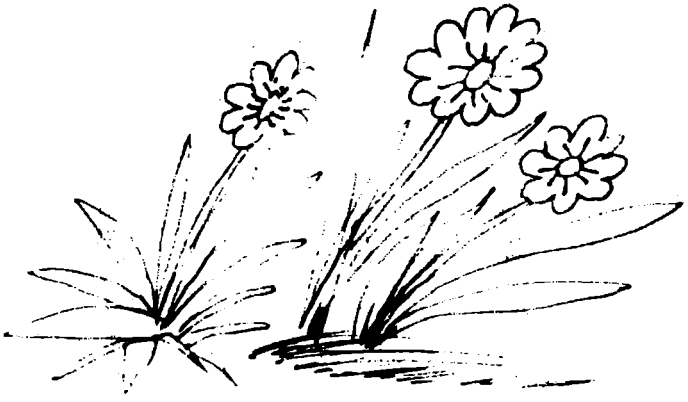

www.pathagar.com

সুমনের সুখ-দুঃখ

মোশাররফ হোসেন খান

বিলের নাম নোচুর কুড়। ছোট্ট একটি বিল। বিলের পরেই পূর্বের দিকে বিশাল মাঠ। সে মাঠে বারো মাস ফসল ফলে। হরেক রকমের ফসল ধান পাট গম আখ মটর কলাই সরিষা আরও কত কি।

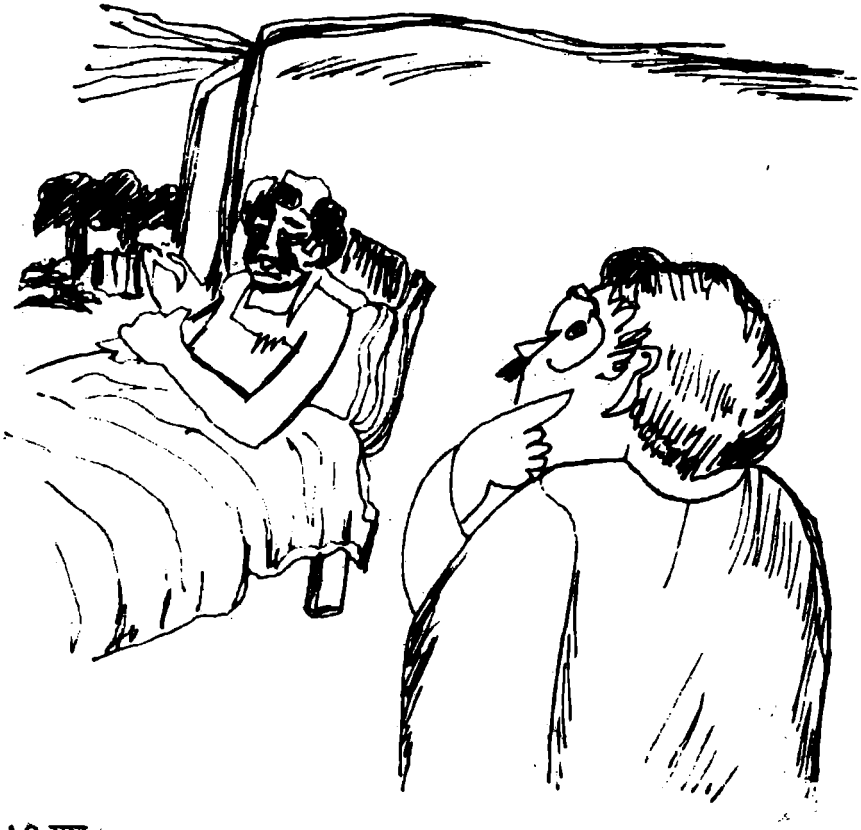

www.pathagar.com

, বিলের পশ্চিম পাড়ে ঘনবসতি। গায়ে গায়ে মিশে আছে ছোট বড়ো ঘরবাড়ি। সুমনদের বাড়িটা ঠিক বিলের ধারেই।

উঠোনে দাঁড়িয়ে পূর্বের দিকে চোখ মেললে সবই কেমন পরিষ্কার দেখা যায়। বিল, পূর্বের মাঠ, মাঠের ওপাশে বড়ো বড়ো খেজুর ও বাবলা বাগান সবই জ্বল জ্বল করে চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে।

মাঠে এখন আর তেমন গাছ নেই। এইতো ক' বছর আগেও এই মাঠটিকে মনে হতো ছোট্ট একটি সুন্দর বন। মাঠের চার পাশে ঘন গাছের দৃশ্য দেখে সবাই অবাক হতো। গরমের সময় ক্লান্ত মানুষেরা গাছের ছায়ায় বসে আরাম করতো।

এখন আর সেই দিন নেই। ক্ষিধের জ্বালায় গরীব চাষীরা এক দুই করে বিক্রি করতে করতে সবই প্রায় শেষ করে ফেলেছে। উজাড় হয়ে গেছে সবুজ গাছ।

সুমন কয়েক মাস যাবত অসুস্থ। একটানা বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে তার ঘেন্না ধরে গেছে।

যে সুমন এত চঞ্চল, এত ছটফটে ; যে সুমনের সাথে দৌড়ে এ তল্লাটের কেউ পারে না, সেই সুমন বিছানার ওপর কেমন নিস্তেজভাবে পড়ে থাকে। বোবেমরা মানুষের মতো পড়ে থাকতে তার একটুও ভাল লাগে না।

সুমনের আব্বা লতিফ সাহেব এলাকার একজন বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি। আগে তার আরও মান সম্মান ছিল। সংসারের অভাব-অনটনের জন্য তার সে মান-সম্মান এখন একটু কমে গেছে। টাকা থাকলে যা হয় আর কি।

www.pathagar.com

লতিফ সাহেব তবুও ভেংগে পড়েন না। মন খারাপও করেন না। তিনি ভাবেন, কষ্ট করে সুমনকে মানুষ করতে পারলে তাদের দুঃখ আর থাকবে না।

সুমন ক্লাস সেভেনে পড়ে। সংসারে যত দুঃখ-কষ্টই থাক না কেন, সুমনকে তা বুঝতে দেন না তারা। সুমনের মা বলেন, আমাদের একটি মাত্র ছেলে, তার যেন কষ্ট না হয়।

লতিফ সাহেব হাসেন। বলেন, সেই জন্যে তো আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।

ওপাশের বারান্দায় বসে কথা বলছেন আব্বা আর মা। তাদের সব কথা শুনতে না পেলেও কিছু কিছু কথা শুনতে পায় সুমন।

মা বলেন, দেখেছো—আমাদের ছেলেটা কেমন চুপচাপ, শান্ত হয়ে গেছে ! ওর গায়ে সবসময় তাপ থাকে। মাথাটা যেন গরম কড়াই। আর ওর শরীরটাও কেমন শুকিয়ে কংকাল হয়ে গেছে। আমার কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে—সমুনের পা দু'টোও শুকিয়ে যাচ্ছে। পায়ে তেমন আর শক্তিও পাচ্ছে না। কি যে হলো ছেলেটার ..... বলতে বলতে কেঁদে চোখ ভাসালেন মা। আব্বা বললেন, ওর অসুখটা বেশ জটিল। ডাক্তার বললেন, এখনই ভালো করে চিকিৎসা করাতে।

তা তুমি দেরি করছো কেন ? মা বললেন।

আব্বা বললেন, ওর চিকিৎসা আর এখানে সম্ভব নয়।

তবে ? মা জিজ্ঞেস করেন।

আব্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ওকে ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে। তারপর বড়ো ডাক্তার দেখাতে হবে। অনেক টাকার ব্যাপার।

www.pathagar.com

মা বলেন, তাহলে এখন উপায় ? টাকার যোগাড় হবে কেমন করে ? জমি-জায়গা তো সব গেছে। আছে মাত্র একটি গরু আর উঠোনের সামনের ঐ আম গাছটি।

আব্বা বললেন, কি আর করা যাবে। ও দু'টো বিক্রি করে দিতে হবে। তাতে না হলে প্রয়োজন পড়লে ভিটে বাড়িও বিক্রি করতে হবে।

তবুও সুমনের চিকিৎসা করাবো।

এ পাশের বারান্দায় শুয়ে সুমন আব্বা-আম্মার এসব কথা শুনছে। তার দু' চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। এতো কান্না পাচ্ছে কেন ? বালিশে মুখ গুঁজে সুমন চাপা স্বরে কেবলই কাঁদছে।

পড়ন্ত বিকেল। আব্বা বোধ হয় গরু আর গাছ বিক্রি করার জন্য খদ্দের খুঁজতে গেছেন। মা পাশের পুকুরে। হাঁস-মুরগী নিয়ে তিনিও ব্যস্ত। বাড়িটা এখন ফাঁকা।

সুমন দিনের পর দিন শুয়ে থাকার কারণে এ উঠোনে আর কেউ খেলতেও আসে না। মাঝে মাঝে তার দু' একজন ক্লাসের বন্ধুরা তাকে দেখতে আসে। তাও কিছুক্ষণের জন্য। আর আসেন বাংলা স্যার। প্রায় প্রতিদিনই আসেন। বাংলা স্যার সুমনকে খুব আদর করেন।

দু' দিন হলো, তিনিও আসেননি।

সুমনের মন খুব খারাপ হয়ে যায়। ভাবে আমি অসুস্থ বলেই বোধহয় একে একে সবাই আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সুমন মাথার বালিশটা টেনে নিয়ে বারান্দার পশ্চিম পাশের দেয়ালের গায়ে লাগায়। তারপর বালিশে পিঠ দিয়ে উঠে বসে। পা দু'টো নাড়াতে

www.pathagar.com

গিয়ে বুকটা কান্নায় ভেংগে যায়। সত্যিই তো পায়ে আর বল পাচ্ছে না। সুমন ছল ছল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পূবের খোলা মাঠের দিকে।

সুমন দেখে তার বয়সের ছেলেরা মাঠ থেকে গরু ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরছে। কেউ বা মাঠের দিকে যাচ্ছে। কেউ বা গাছে চড়ছে। কেউ কেউ খেলায় মগ্ন। কেবল সুমন সে বারান্দা থেকে উঠোনে নামতে পারে না।

শেষ বিকেলের এই পড়ন্ত সূর্যের আলোয় সুমন খেলা শেষে বাড়ি ফিরতো শরীরে ধূলো-কাদা মেখে। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোসল করতো। তারপর সন্ধ্যার পর আব্বার কাছে পড়তে বসতো। সামনের এই গাছটার প্রতিটি ডালে ডালে সুমনের পায়ের স্পর্শ আছে। ঐ গরুটির শরীরে আছে সুমনের অনন্ত আদর আর ভালোবাসা।

সেই দিনটি কি আর ফিরে আসবে না ? সুমন ভাবে। এ গাছটি বিক্রি করে দিলে উঠোনও ফাঁকা হয়ে যাবে। আমি আর এই গাছের ছায়া কক্ষণো পাব না। আমার খুব আপন বন্ধু এই দু'টি সম্পদ। আব্বা তাও বিক্রি করে দেবেন ? সুমন আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানায়, হে আল্লাহ আমাকে সুস্থ করে

www.pathagar.com

দাও। আমার জন্যে যেন আমার এই দুই পরম বন্ধুকে যেন না হারাতে হয়।

আব্বার মুখটা খুব মলিন। কিন্তু সুমনকে সেটা বুঝতে দেন না। মাকে বলেন, তুমি একটু এ পাশের বারান্দায় এসো। কথা আছে।

মার সাথে আব্বা বললেন, সেই বিকেল থেকে খুব ঘুরলাম। কতো জায়গায় যে গেলাম। কিন্তু টাকার কোন উপায় করতে পারলাম না। পানির দামেও গাছ এবং গরু কিছুই বিক্রি করা যাচ্ছে না। গ্রামে দারুণ অভাব। ফসল ঠিক মতো হয়নি। কারুর হাতে টাকা নেই। এখন কি যে করি !

মা বললেন, তাহলে আমার সুমনের কি হবে ? বলেই তিনি কেঁদে ফেললেন।

সুমন খুব খুশি হলো। গাছ আর গরু বিক্রি করার কথায় সে যে কষ্ট পাচ্ছিল, বিক্রি হচ্ছে না শুনে তার সেই কষ্ট আর থাকলো না। তার মনে বহুদিন পর একটি আনন্দ আর খুশির ঢেউ দোলা দিয়ে গেল। সে এই মুহূর্তে অনুভব করলো, তার অর্ধেক অসুখ ভালো হয়ে গেছে। সুমন জোরে চিৎকার করে ডাকলো, মা-মাগো, এদিকে শোনো।

সুমনের ডাকের ভেতর এমন এক অদ্ভুত আবেগ এবং আনন্দ ছিলো যে, আব্বা আর মা দু'জনই তার কাছে ছুটে এলেন। বললেন, কি ব্যাপার সুমন বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে বললো, মাগো, আমি এখন অনেক সুস্থ হয়ে গেছি। আব্বা, বিশ্বাস করো আমি এখন গায়ে এবং পায়ে বেশ বল পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে—আমি আবার উঠে দাঁড়াতে পারবো। তোমরা দেখে নিও, আমি এমনিতেই ভালো হয়ে যাবো। গাছ কিংবা গরু বিক্রি করার দরকার নেই।

www.pathagar.com

সুমনের চোখে মুখে কৃত্রিম আনন্দের বন্যা আব্বা-মা কি বুঝলেন বোঝা গেল না। তাঁরা পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর সুমনের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। তাই যেন হয় বাবা।

বেশ রাত। আকাশে চাঁদের খেলা। জোছনার আলোতে চার দিক চকচক করছে। সে আলোয় উঠোন এবং বারান্দাও আলোকিত। সুমনের পাশেই আব্বা এবং মা। তাঁরা তখনো ভাবছেন কিভাবে ছেলের চিকিৎসার টাকা সংগ্রহ করা যায়। চিন্তায় কারুর চোখে ঘুম নেই।

এই গভীর রাতে হঠাৎ বাংলার স্যার এসে উপস্থিত হলেন। গ্রামেরই ছেলে। আব্বা বললেন, কি ব্যাপার সামাদ ভাই, এত রাতে ? এ দু'দিন তো আপনার কোন খোঁজ ছিলো না।

সামাদ সাহেব সুমনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ব্যস্ততার জন্যে আসতে পারিনি। সুমনের চিকিৎসার জন্যে টাকা লাগবে তো। সেই জন্যে একটু দৌড়াদৌড়ি ছিলো। তা আল্লাহর

www.pathagar.com

মেহেরবানীতে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনার আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। দু'-একদিনের মধ্যেই আমি এবং হেড স্যার সুমনকে নিয়ে ঢাকায় চলে যাবো। যা করার আমরাই করবো।

সুমন বললো, আমি কি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারবো স্যার?

সামাদ সাহেব আদরে আদরে সুমনকে বললেন, নিশ্চয়ই। তুমি সুস্থ হবে। আবারও নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবে। তারপর স্কুলে যাবে। খেলবে। সব-সবই পারবে। মনে সাহস রাখো সুমন।

আমি আবারও উঠে দাঁড়াতে পারবো। হাঁটতে পারবো। ভাবতে ভাবতে সুমন এক অকল্পনীয় আনন্দের সমুদ্র পার হয়ে একটি সীমাহীন উজ্জ্বল স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ছুটতে থাকে। কেবলই।

www.pathagar.com

এক বুড়ির গল্প

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

তিনজন লোক একবার এক দূরদেশে ভ্রমণ করতে বের হলো। তারা উটে চেপে বসলো। সে কালে দূরের সফরে উট, ঘোড়া বা গাধাই বেশি ব্যবহৃত হতো। তারা অনেক অনেক দিন ধরে চললো।

www.pathagar.com

কিন্তু রাস্তা যেন আর শেষ হয় না। বড্ড গরমের দেশ সেটি। বালুর পর বালু। মাথার উপর বড় একটা জ্বলন্ত চুলোর মত সূর্য যেন রেগে আগুন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে গরম লু হাওয়ার নিশ্বাস ছাড়ছে।

গাছপালা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কচিৎ কদাচিৎ পানির ঝর্ণা থাকলে সেখানে হয়তো কিছু লতাগুল্ম আর খেজুর গাছ দেখা যায়। তার পাশেই কয়েকটি তাঁবু। দিনের বেলা গরমের জন্য চলা যায় না। রাতের বেলায় শুরু হয়।

এমনি অবস্থায় একদিন মালপত্রসহ তাদের উট হারিয়ে গেল। মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে এই মাঝ পথে এ রকম বিপদে পড়েও এই তিন ব্যক্তি অধৈর্য হলো না। সামনে কোথাও জনবসতি দেখা যায় না। এদিকে ক্ষুধা ও পিপাসা তাদের বেড়েই চলেছে। কিছু দূরে যাওয়ার পর একটি তাঁবু দেখলো তারা। এক বুড়ি ছিল সেই তাঁবুতে। তারা বুড়ির কাছে তাদের বিপদের কথা বললো। বুড়ির ভারী দয়া হলো লোকগুলোর উপর। সে ছাগলের দুধ দুইয়ে ওদের পান করতে দিলো।

বুড়ি ওদের বললো, 'তোমরা বকরীটা জবাই করে দাও। আমি রান্না করে দিচ্ছি।' তারা বকরীটা জবাই করে দিলে বুড়ি রান্না করে দিলো। আর লোকগুলো তৃপ্তিসহ আহার করলো।

লোকগুলো বিদায় নিয়ে যাবার আগে বলল, 'আমরা হাশেমী বংশের লোক। মদীনায় এসে দেখা করলে আমরা তোমাদের বকরীর বদলা দেব।"

ওরা চলে যাবার পর বুড়ির স্বামী এলো। বকরী দেখতে না পেয়ে তো সে রেগে আগুন। বুড়ি সব ঘটনা খুলে বললো। বুড়ো শুনে বললো, 'তুমি ত' ভারী বোকা। কে না কে এসে বললো আমরা হাশেমী, আর ধোঁকা দিয়ে

www.pathagar.com

আমাদের বকরীটা খেয়ে গেল। যা হোক আর কিই বা করার আছে ! লোকগুলো তো আর কাছে নেই। বুড়ো তাই চুপ মেরে গেলো।

এদিকে অনেক দিন কেটে গেছে। সেই বুড়িদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। অভাবের তাড়নায় একদিন তাঁরা দু'জন মদীনা শহরে এলো। সারাদিন বুড়িমা ভিক্ষা করে, স্বামী মজদুরী করে। কোন রকমে তাদের দিন চলে যায়।

একদিন বুড়িমা ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে। এমন সময় সেই তিনজন লোকের একজন বুড়িকে দেখে চিনতে পারলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমাকে চিনতে পারছ ?'

বুড়িমা বললো, 'না তো। তোমাকে চিনতে পারছি না।'

লোকটা বললো, 'তোমার কাছে তিনজন লোক গিয়ে খাবার চেয়েছিল। তুমি বকরী জবাই করে খাইয়েছিলে। মনে পড়ছে না ?'

www.pathagar.com

বুড়ি কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলো না। লোকটা তখন এক হাজার ছাগল কিনে দেয়ার জন্য চাকরকে হুকুম দিলো। চাকর এক হাজার ছাগল কিনে আনলো। লোকটা বুড়িকে এক হাজার আশরাফীও (আরবের সোনার টাকা) দান করলো। এরপর বুড়িমাকে সেই তিনজনের আর একজনের কাছে পাঠালো। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করলো, 'বড় ভাই কি দিয়েছেন?'

বুড়িমা এক হাজার ছাগল ও এক হাজার আশরাফী দেখালো। ছোট ভাইও তখন এক হাজার ছাগল ও এক হাজার আশরাফী বুড়িমাকে দিলো। এরপর সে সেই তিনজনের তৃতীয়জনের কাছে পাঠালো বুড়িমাকে। সেও জানতে চাইলো আর দু'জন কি দিয়েছে। শুনে সে বললো, 'তুমি আগে আমার কাছে এলে আরও বেশি পেতে।' যাহোক সে দু' হাজার আশরাফী ও দু' হাজার ছাগল বুড়িমাকে দিলো।

চার হাজার আশরাফী ও চার হাজার ছাগল নিয়ে মহা খুশী হয়ে বুড়ি স্বামীর কাছে ফিরে এলো। একদিন আল্লাহর তিন তিনজন বান্দাহর বিপদে সরল মনে সাহায্য করেছিলো। আজ বিপদের সময় সে খোদার ইচ্ছায় তার বদলা পেলো।

সেই তিনজন লোক কে, খুব কৌতুহল জাগছে তাই না?

প্রথমজন আমাদের মহানবীর আদরের নাতী হযরত হাসান (রা), দ্বিতীয়জন তাঁর ছোট ভাই হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁদের সাথী ছিলেন মহান সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা)।

www.pathagar.com

বাবার কলম

সবিহ উল আলম

এক

এ মা, আব্বু কলম ফেলে গেছেন। তিন্নি অবাক হয়।

এমনতো কক্ষণো হয় না। বাবা কলমটা এক মিনিটের জন্যও হাতছাড়া করেন না। আসলে খুব তাড়াহুড়ো করে অফিসে গেলেন তো, তাতেই ভুলে ফেলে গেছেন।

কলমটা বাবার কী যে প্রিয়। অফিস থেকে ফিরে চা-চু খেয়ে বাবা সেই কলম দিয়ে কতকিছু যে লিখেন। খশ্‌খশ্‌ খশ্‌খশ্‌। তিন্নি পড়তে পারে না—বাবার হাতের লেখা খুব টানা তো। অন্য সব বাবাদের লেখার মতো,

www.pathagar.com

ভারী বিচ্ছিরি। সব বাবাদের হাতের লেখা এ রকম টানা আর বিচ্ছিরি হয়, মোটেও পড়া যায় না। অথচ সব বাবাদের সুন্দর সুন্দর কলম থাকে।

তিন্নি সোনা, তুমি কেমন আছ ? আমার তেলতেলে গাটা কেমন চক্‌চক্ করছে, দেখেছ ? কলমটা যেন ফিসফিস করে বলল।

তা বটে। সত্যিই তেলতেলে আর চক্‌চকে্। তিন্নি মনে মনে সায় দেয়।

একবার ধরে দেখলেই পারো।

কলমটা যেন আবার ফিসফিসিয়ে উঠে।

না বাবা, কাজ নেই তেলেতেলে গা'টা ধরে। তিন্নি তো খুব ভাল মেয়ে, বড়দের কোন জিনিস ধরে না।

একবার ও কলমটা মা নিয়েছিলেন বাজারের হিসেব লেখার জন্য। উরে-ব্বাস্, বাবার তখন যা মেজাজ চড়ল।

আচ্ছা, বাবা কেন রাগ করেন ?

সোনা পুতুলটাও তো তিন্নির খুব আদরের। কিন্তু তাতু যখন ওটা নিয়ে খেলা করে, কই তিন্নির তো খারাপ লাগে না। তিন্নি কিসস্যুটি বলে না।

কিন্তু বাবার কলম ? উঁ-হুঁ, ওটাতে হাত দেয়া যাবে না।

তিন্নি সোনা, ধরেই দেখোনা আমার গাটা, কেমন তেলতেলে। কলমটা ফিসফিস করে বলে।

তিন্নি তখন আলতো পা ফেলে রান্না ঘরের দিকে যায়। বিলিখালাটা কি করছে দেখা যাক। বাঃ কী ভাগ্যি, বিলিখালা একগাদা তরকারি নিয়ে বসেছে।

আর মা ?

www.pathagar.com

তিন্নি আলতো পায়ে শোয়ার ঘরের দিকে যায়। উঁকি দিয়ে দেখে-মা সেলাই-মেশিন সামনে নিয়ে বসেছেন। সোনামুখী সূঁই দিয়ে এখন বোধ হয় শেমিজে টাগ দিচ্ছেন। আর গুণগুণ করে গান কচ্ছেন। তাতু পা ছড়িয়ে মায়ের পিঠে হেলান দিয়ে টেডি-বিয়ারকে আদর কচ্ছে।

তিন্নি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে, তারপর আলতো পায়ে আবার ড্রয়িং রুমে। একপাশে কোণায় বাবার লেখা-পড়ার টেবিল। আর ওটার উপরে-ওই যে কলমটা।

টেবিলটা বড্ড উঁচু। সব বাবাদের টেবিল এমন উঁচু হয়। তিন্নির মতো ছোট যারা, তারা টেবিলের উপরে কোন জিনিসেরই নাগাল পায় না। তাই তিন্নি চেয়ারটাকে খুব আস্তে আস্তে ঠেলে আওয়াজ না হয় মতো টেবিলের কাছে নিয়ে যায়। তারপর তিন্নি চেয়ারে উঠে বসে। এবার টেবিলের সবকিছু তিন্নির নাগালে।

বিলিখালা তরি-তরকারি নিয়ে ব্যস্ত। মা সেলাই মেশিন নিয়ে। তাতু ব্যস্ত টেডি-বিয়ার নিয়ে। তবুও তিন্নি মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে নেয়। সামনের দেয়ালে টিকটিকিটা ছাড়া তিন্নিকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তিন্নি টিকটিকিটার উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে—ভাগ। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্, বলে টিকটিকিটা পোকা ধরতে চলে গেল।

ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। এখন কলমটা ধরে দেখা যায় বটে। তিন্নি ভালভোভাবে দু' আঙুলে কলমটা ছুঁয়ে দেখে। বাঃ, সত্যিই তো ভারী তেলতেলে। রূপালী গা'টা কেমন চক্‌চক্ করছে।

লিখে দেখো না। লিখতে ভারী মজা। কলমটার ফিসফিস আওয়াজ।

www.pathagar.com

হুই কোণা থেকে টিকটিকিটা সায় দেয়—ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্।

ঠিক্-ঠিক্। সব ঠিক্। খুব নরম হাতে কলমটা তুলে নেয় তিন্নি। আস্তে আস্তে প্যাঁচ ঘুরিয়ে কেপটা খুলে। কি সুন্দর চকচকে নিব !

তিন্নি এদিক-ওদিক তাকায়। সব বই-পত্তর। বই, বই, বই, বই—একটা কুচি কাগজও চোখে পড়ে না। বিলি খালার এই এক দোষ। ঘরে কোন ফালতু কাগজ পড়ে থাকতে দেয় না। কাজের সময় কুচি কাগজও পাওয়া না গেলে মেজাজের আর ঠিক থাকে ?

হাতের তালুই সই। তিন্নি বাম হাতের তালুটা চিত্ করে সামনে ধরে আর তার উপরে কলমের নিবটা ঠেকায়। কয়েকবার আঁকিবুকি করে। দূর ছাই, কালিই সরছে না। তাই জিবের আগায় নিবটা একটু ঠেকাতেই হয়। এবার নিবটা হাতের তালুর উপর একটু দাবিয়ে টানতেই কালির টান পড়ে। বাঃ কি সুন্দর টান। তিন্নি কলমটাকে কায়দা করে ঘুরিয়ে প্রথমে একটা হ্রস্ব-ইকার বানায়। তারপরে 'ত'। 'ত' লিখতে যাবে এমন সময় দরজায় খট্‌খট্ আওয়াজ।

দরজার আওয়াজ মার কানে গেলেই হয়েছে। অমনি মা বিলিখালাকে পাঠাবেন কে এসেছে দরজা খুলে দেখার জন্য।

তিন্নি তাড়াতাড়ি কলমের কেপ্‌টা নিবের উপর পরিয়ে দিয়ে প্যাঁচ্ ঘুরায়। কিন্তু তার আগেই।

ঠা-ক্কা-শ।

কলমটা তিন্নির হাত গলে মাটিতে পড়ল। টিব্, টিব্, টিব্, টিব্। তিন্নির বুকটা হাপড়ের মতো উঠা-নামা করছে। টুক করে চেয়ার থেকে নেমে

www.pathagar.com

কলমটা তুলে নেয় তিন্নি। কলমের মুখটা বন্ধ করবার আগে তার চোখে পড়ল, নিবটা টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত বেঁকে গেছে। দরজার খট্‌খট্‌ আওয়াজ মার কানে ঠিকই পৌঁছে গেছে।

বিলি। মা ডাক দেন।

যাই আপা। এই বলে বিলিখালা দরজা খুলতে আসে।

তিন্নি ততক্ষণে কলমটা টেবিলে রেখে দিয়েছে। বিলিখালা এদিকে আসতেই, 'খালা দেখতো কে এসেছে' বলে তিন্নি সুড়ৎ করে বাথরুমে। কোণায় রাখা বদনায় বাম-হাতটা ডুবিয়ে দেয় তিন্নি। আর তখন কালিতে লেখা হ্রস্ব-ইকারটা পানির সাথে মিশে গেল।

দুই

বিকেলে চা বানাতে বানাতে বিলিখালার মনে হলো। আজ দিনটা একেবারে অন্য রকম। তিন্নির ইসকুল বন্ধ থাকলে, সেদিন অন্ততঃ কয়বার করে বিলিখালাকে তাতুর কান্না থামাতে হয়। তাতুর কান্না শুনলেই ও ঘর থেকে আপার আওয়াজ আসে বিলি, দেখতো, তিন্নি তাতুকে মারছে বুঝি।

আজ দিনটা ভালয় ভালয় কেটেছে। তাতু একবারও কাঁদেনি। তিন্নি নিজে নিজেই হাত-মুখ ধুয়ে দুপুরে খেতে বসেছে। খালা মাছ বেছে দাও এ রকম আব্দারও করেনি। খাওয়ার পর নিজেই হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়েছে। এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

অন্যদিন দুধ খেতে ঘুম থেকে ডেকে তুল্লে তিন্নি মেজাজ দেখাতো। হুঁ-উ-উ করে কিছুক্ষণ ছিচকা ন্না। কিন্তু আজ ডাকতে না ডাকতেই তিন্নি ঘুম

www.pathagar.com

থেকে উঠে পড়ল। চোঁ—ও—ও করে দুধটুকু সাবাড় করে তিন্নি বই পত্তর নিয়ে বসল।

বিলিখালা মনে মনে হাসে। তিন্নি সোনার মতিগতি তাহলে ভালর দিকে।

তিন

কলমের কেপ্‌টা খুলে বাবা চমকে উঠেন। কে করলে এমন কাণ্ড! নিবটা বেঁকে আছে, আগার অর্ধেকটা ভাঙা। চুকচুক করে বাবা আফসোস করেন।

আর তখন থেকেই বাবার মুড একেবারে অফ হয়ে গেলো। বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার তো, তাই ওটা তাঁর খুব প্রিয়।

www.pathagar.com

বাবার মেজাজ খারাপ হলে মাকে খুব বকা-ঝকা করেন। এখনও যাচ্ছে তাই বলতে লাগলেন—হেনো-তেনো সব কথা। 'নিশ্চয় এ বিলির কাজ' এমন কথাও বললেন।

তিন্নির কানে যদিও সব আসছিল, কিন্তু তিন্নি চোখ বুঁজে রইল মানে, তিন্নি ঘুমিয়ে।

বিলকিস, বিলকিস।

মার মেজাজ যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন তিনি বিলিখালাকে আসল নাম ধরেই ডাকেন। বিলির বদলে বিলকিস শুনে তিন্নি বুঝতে পারলো মার খুব রাগ হয়েছে। তাই তিনি চোখ দু'টো আরো ভালো করে বুঁজে।

বিলিখালা সাড়া দেয়ার আগেই মা রান্না ঘরে গিয়ে বিলিখালাকে পাকড়াও করেন।

আজ ড্রইং রুম পরিষ্কার করেছিলি?
হ্যাঁ আপা।
টেবিলের উপর কলম দেখিছিলি?
হ্যাঁ আপা।
কলম ভাঙলো কি করে?
আপা, আমিতো জানি না।

মা রান্না ঘর থেকে ফিরে আসেন ভারি ভারি পা ফেলে। শোওয়ার ঘরে ঢুকে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। তিন্নি তাতু দু'জনেই তো ঘুমিয়ে।

বাবা তখনও গজর গজর কচ্ছেন। তাতে মার রাগটাও আরো বেড়ে গেল। মা আবারো রান্না ঘরে যান। বিলিখালা মা'র দেশের, লতায় পাতায় মা'র ইষ্টবোন। নিজের দেশের লোককে কিংবা আত্মীয়কে মন্দ বললে

www.pathagar.com

নিজের কাছেই কেমন একটা খারাপ খারাপ লাগে না। মা'রও খুব খারাপ লাগতে লাগল। তাই, মা আবারো রান্না ঘরে গেলেন।

বিলকিস।

বিলিখালা মার রাগ বুঝে। তাই মুখ তুলে তাকায়।

সত্যি করে বল, কলমে হাত দিয়েছিলি ?

না, আপা।

মা এবার বিলিখালার চুলের গোছা মুটি ধরেন।

বিলকিস, সত্যি করে বল।

আপা, আমি হাত দেইনি। বিলিখালা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

চোখের পানিতে আমাকে ভুলাতে পারবিনে। মা'র গলা চড়ে।

বাবা তখনও গজর গজর কচ্ছিলেন। মা'র মেজাজও আর ঠিক থাকল না। চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান দিতেই বিলিখালা ঘুরে পড়ে গেল।

চার

রান্না ঘরের সাথে লাগানো খুপরির মতো ছোট্ট একটা কামরা। সে কামরাতে একটা খাটে কাঁথা দিয়ে বিছানা পাতা। সেই বিছানায় বিলিখালা শুয়ে। এ্যাদ্দিন বিলিখালা মাটিতে কাঁথা বিছিয়ে শুতো। সেদিনের সেই ঘটনার পরে নতুন বন্দোবস্ত। বিলিখালার ডান-পায়ের নীচের অংশ পুরোটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজটার অনেকটুকু অংশ খয়েরী হয়ে গেছে। রক্ত শুকানোর দাগ। বিলিখালার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ের কাছে মাছি ভনভন করছে। ডেটল আর পচা ঘায়ের গন্ধে বাতাসটা কেমন বিদঘুটে হয়ে উঠেছে।

আজ সুদ্ধ ১০ দিন।

www.pathagar.com

মা চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান দিতেই বিলিখালা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। পড়েছিল বঁটকির উপরে। আর তাতেই ডান পাটা এমন বেকায়দায় কেটে গেল যে, ডাক্তার ডেকে আনার পরও রক্ত বন্ধ হতে বহু সময় লাগল।

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ১০ দিন। কিন্তু পায়ের ক্ষত সারবার নাম নেই। পা'টা ফুলে উঠেছে, প্রচণ্ড ব্যথা।

বিলিখালা শুয়ে আছে। চোখ বুঁজে। মাঝে মাঝে উ-উ করে কোঁকাচ্ছে।

বিলিখালার খাটের পাশে মা ছোট্ট একটা টেবিল বসিয়ে দিয়েছেন। টেবিলের উপরে বেশ ক'টা ওষুধের বোতল। টেবলেট। থার্মোমিটার। ফ্লাক্স। প্লেটে ঢাকা দেয়া এক গ্লাস পানি। গোটা দুই কমলা। মা মাঝে মধ্যেই এসে বিলিখালাকে ওষুধ পথ্য খাইয়ে দিচ্ছেন।

তিন্নির কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ঘরের সব নিয়ম যেন উল্টে গেছে। দুপুর বেলা, বিলিখালা যখন গা রগড়ে গোসল করাতো, তখন একটু খারাপ লাগতো বটে, কিন্তু তারপর যখন গা-হাত-পা মুছে পাউডার মাখিয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে দিত, তখন কি ফুরফুরে লাগত। যেন বাতাসে উড়ে বেড়ানো পালক ! তিন্নি আর তাতুকে গোসল করিয়ে বিলিখালার কাপড় ধোয়ার পালা। বিলিখালা যে কী ধবধবে করে কাপড় কাচে। একটু ময়লা থাকে না। কাচা হলে আবার সাদা কাপড়ে নীল লাগানো। কী চমৎকার করে যে বিলিখালা নীল লাগায়। কাপড় একেবারে ফক্‌ফকে ফর্শা।

এ ক'দিন আরেকটা ঠিকে ঝি ধোয়া-মোছা এসব কচ্ছে। কাপড়ও কেচে যায়। মোটেও পরিষ্কার হয় না। নীল তো লাগাতেই জানে না। সে

www.pathagar.com

কি আর যার-তার কাজ। তিনটে দিন মা কাপড়ে নীল দিয়েছেন। মার মুখ দেখে তিন্নিও বুঝেছে, মা নিজেও নীল লাগিয়ে খুশী হন্‌নি। নীল রংটা যেন কাপড়ে থোকা থোকা হয়ে আছে। যেন কাপড়ে দাগ লেগেছে।

বিলিখালা কাপড় ধোয়ার সময় তিন্নি পেছন দিক থেকে দু' হাতে গলা জড়িয়ে পিঠের উপর ঝুলতো।

তি—ন্—নি। গলার আওয়াজটা ভারী করে বিলিখালা মুখ ফিরিয়ে শাসন করতো। তিন্নি মোটেও ভয় পেতো না। তিন্নি তো জানে বিলিখালা এমনি এমনিতেই বলছে, শাসনের ভান মাত্র।

সেই বিলিখালা শুয়ে আছে। একা একা। ছোট্ট এই কামরায়। মাঝে মধ্যে উঁ-উঁ করছে, ব্যথায়। তিন্নি আস্তে হাত রাখে বিলিখালার কপালে। তখন উঁ-উঁ আওয়াজ বন্ধ হয়, বিলিখালা আস্তে আস্তে চোখ মেলে। খুব কষ্ট করে হাসে।

খালা, ব্যথা পাচ্ছো ?

উঁ ?

ব্যথা পাচ্ছো ?

হুঁ।

একরাশ কান্না যেন তিন্নির বুক গুঁড়িয়ে দেয়। তিন্নি এক ছুটে শোওয়ার ঘরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে। অনেক অনেকক্ষণ পর যখন তিন্নি বালিশ থেকে মুখ তুলল তখন তিন্নির বালিশ ভিজে এক শা আর চোখ দু'টো ফোলা ফোলা।

বিলিখালার সেই দুর্ঘটনার দিন থেকেই যেন তিন্নির বুকে একটা ঢেলা এসে বাসা বেঁধেছে। কেমন যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

www.pathagar.com

বাবার কলমটা যেন ঠোঁট বাঁকিয়ে তিন্নিকে খ্যাপায়—'মিথ্যুক কোথাকার। আর বজ্জাত টিকটিকিটা তখন মাথা নেড়ে ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্ সায় দিয়ে পালিয়ে যায়। তিন্নি চোখ বুজলেই এই কাণ্ড, অমনি বাবার কলমটা এসে হাজির হয়। টিকটিকিটা দূর থেকে সব লক্ষ্য করতে থাকে। আর যেন বাবার কলম বলল, মিথ্যুক কোথাকার, অমনি টিকটিকিটা ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্ বলে পালালো।

তিন্নির তখন খুব খারাপ লাগে।

কানে বাজে। মিথ্যুক, মিথ্যুক।

যাঃ আমি কি মিথ্যে বলেছি ? আমি কি বলেছি বিলিখালা কলমটা ভেঙেছে ? মোটেই বলিনি।

কিন্তু, এমন ভেবেও তিন্নির বুকের ঢেলাটা যায় না।

আরেক তিন্নি কোত্থেকে এসে তার সামনে দাঁড়ায়, চেহারায় ভয়ঙ্কর রাগী ভাব, দাঁত মুখ খিচিয়ে কি সব যেন বলে যায়। কথাগুলো শোনা যায় না যদিও, কিন্তু আরেক তিন্নির মুখের ভাব দেখে এই তিন্নি সব বুঝে নেয়। আসলে আরেক তিন্নি বলে, কলমটাতো তুইই ভেঙেছিস। কিন্তু ঘুমের ভান করে সত্যি কথা লুকোতে গেলি কেন ? আজ তোর জন্যেই বিলিখালার এমন কষ্ট। সত্যি কথা বলে ফেললে এমনটি হতো না।

ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্। টিকটিকিটা সায় দিয়ে পালালো।

রাতে শুতে গেলে বাবার কলমটা যখন তাকে মিথ্যুক বলে অপবাদ দেয়, আর টিকটিকিটা ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্, সায় দিয়ে পালায়, তখন তিন্নি মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদে। মা তখন তাকে আরো জড়িয়ে ধরেন। আর

www.pathagar.com

ভারী নিঃশ্বাস নিতে থাকেন। তিন্নি বুঝতে পারে মাও কাঁদছেন। তিন্নি তখন চেষ্টা করেছে সত্যি কথাটা বলে ফেলতে, কিন্তু রাজ্যের কান্না এসে তিন্নির গলাটাকে চেপে ধরে। তখন মা গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন, লক্ষী সোনা ঘুমাও, তোমার বিলিখালা শীগগির ভালো হয়ে উঠবে।

পাঁচ

আজ বিকেলটা আরো থমথমে। একটু আগে বিলিখালার কপালে হাত দিয়ে মাকে জ্বরের মাত্রা আঁচ করতে দেখেছে তিন্নি। আর তখন থেকেই মা'র মুখটা মেঘলা। আজ ক'দিন ধরেই মাকে আড়ালে আবডালে কাঁদতে দেখেছে তিন্নি। মা এ ক'দিনই অনেকটুকু শুকিয়ে গেছেন। আর বাবা? বাবাও যেন কেমন বুড়িয়ে গেছেন। কপালে আরো কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। এখন তাতুর হল্লা-গোল্লা এ ঘরটায় বেমানান মনে হয়।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর বাবা ফিরলেন অফিস থেকে। সাথে ডাক্তার। বিলিখালার কপালে হাত দিয়ে দেখলেন ডাক্তার। তারপর ব্যাগ খুলে থার্মোমিটার বের করলেন।

বেশ জ্বর আছে। তিন্নি ডাক্তারকে বলতে শুনলো।

তিন্নি, ওঘরে যাও তো দেখি। কাজের সময় ডিস্টার্ব করো না। মার গম্ভীর আদেশ।

তিন্নি তবুও দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখা না যায় মতো।

ডাক্তারের অনেক কথা তিন্নির কানে আসছে। একটা শব্দ শুনে কেমন অদ্ভূত ঠেকল। গ্যাং-গা-রিন। এটা চীনা শব্দ ? চীনা শব্দেই তো এ রকম অনুস্বার থাকে ! এমন থমথমে পরিবেশেও তিন্নির হাসি পায়। ব্যাংয়ের ঘ্যাংয়র-ঘ্যাং শুনেছে। কিন্তু এ একেবারে গ্যাং-গা-রিন। ডাক্তার, বাবা-মা শব্দটা যেন কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। কি এর অর্থ। তিন্নি জানে না। অন্য সময় হলে বাবাকে জিজ্ঞেস করা যেতো। কিন্তু এখন ? বাবার সাহস কুলায় না।

এবং তারপর দিন এ্যাম্বুলেন্সে করে বিলিখালা চলে গেল হাসপাতালে। যাওয়ার আগে বিলিখালা সে কী কান্না। তাতুকে তো অনেকক্ষণ হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে রাখলো। তিন্নিকে কত আদর করলো।

বিলিখালা চলে যেতেই তিন্নির কাছে ঘরটা আরো খালি খালি মনে হতে লাগলো। মা একদিনে আরো বুড়িয়ে গেছেন। বাবাকে মনে হচ্ছে বোবা।

তিন্নি সেদিন শুয়ে শুয়ে অনেক অ-নে-ক-ক্ষ-ণ কাঁদলো।

www.pathagar.com

ছয়

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ১০ দিন।

আজ বিলিখালাকে নিয়ে আসা হয়েছে হাসপাতাল থেকে।

যেদিন বিলিখালাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল, সেদিন তিন্নি দেয়ালে ঝুলানো ক্যালেণ্ডারে ছোট্ট করে একটা দাগ দিয়েছিল। এপ্রিলের ১৭। আজ ২৭ এপ্রিল। তিন্নি হিসেব করে দেখলো ১০ দিন। তাহলে বিলিখালা ১০ দিন হাসপাতালে কাটিয়েছে।

তবুও এখন তিন্নির অনেক ভাল লাগছে। অন্ততঃ ঘুরে ফিরে মাঝে মধ্যে বিলিখালাকে দেখতে পাচ্ছে। শুধু বুকের ভিতর কেমনসব দলা পাকিয়ে যায়, কলমটা 'মিথ্যুক' 'মিথ্যুক' বলে অপবাদ দিয়ে যায়, টিকটিকিটা ঠিক, ঠিক, ঠিক বলে সায় দিয়ে পালায়, আর আরেক তিন্নি এসে তাকে চোখ রাঙিয়ে

www.pathagar.com

যায়। শুধু তখনই তিন্নির খুব খারাপ লাগে। যে ডান হাত দিয়ে বাবার কলমটা ধরেছিল, ইচ্ছে করে সে হাতটা মুচড়ে দিতে। মোচড়ায়ও। তখন হাতে এক-আধটু ব্যথা পায়। এতে করে বুকের দলা পাকানো ভাবটা কমে আসে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বিলিখালাও কেমন যেন বদলে গেছে। তিন্নি যখনই বিলিখালার কামরায় ঢোকে, তিন্নিকে দেখামাত্র খালা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে। তবুও, ভেজা চোখ দেখে তিন্নি আঁচ করতে পারে খালা কাঁদছিল।

বিলিখালার ডান পায়ের উপরে সবসময় একটা ভারি চাদর থাকে। হাসপাতালে যাওয়ার আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। তিন্নির কতবার ইচ্ছে হয়েছে, চাদরটা উল্টে দেখে পায়ের ঘা'টা কদদূর গেলো। কিন্তু বিলিখালার ভেজা চোখ দেখে তিন্নির সব ইচ্ছে উড়ে যায়।

তিন্নির খুব ইচ্ছে করে, খালার সাথে কাটাকুটি অথবা লুডু খেলে।

খালা, কাটাকুটি খেলবে ? এ রকম জিজ্ঞেসও করেছে কয়েকবার। বিলিখালা তখন তিন্নিকে কাছে টেনে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে। কখনো কখনো তিন্নির মাথায় আলতো করে বারকয় বিলি কেটে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু কোন জবাব দেয়নি।

তিন্নির এতে খুব কষ্ট হয়। তিন্নি তখন আড়ালে গিয়ে কেঁদে নেয়।

সাত

ডাক্তার মাঝে মধ্যে এসে বিলিখালাকে দেখে যায়। মা তিন্নিকে তখন সরিয়ে দেন। তবুও বাবা-মা-ডাক্তার এঁদের টুকরো টুকরো কথা যতটুকু

www.pathagar.com

কানে এসেছে, তাতে তিন্নি বুঝতে পেরেছে বিলিখালাকে এভাবে আরো মাসখানেক শুয়ে কাটাতে হবে। এর মাঝে কিসব ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজও পাল্টাবে।

ইদানীং আরো একজন ডাক্তার আসা-যাওয়া করছেন। ইতিমধ্যেই বার দুই এসেছেন। এ ডাক্তার বুকের ধুকপুক শুনবার জন্য দু'কানে ওই পাইপটা লাগান না। তিন্নি উঁকি মেরে দেখেছে বার কয়। এ ডাক্তার থার্মোমিটার বা অন্য কোন যন্ত্রপাতি আনেন না। আনেন শুধু একটা দর্জির ফিতা।

আজও এসেছেন। দর্জির ফিতা নিয়ে। বিলিখালা বিছানায় শোওয়া। ওই অবস্থাতেই কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত খালার মাপ নিলেন। তারপর আবার বাম পায়ের পাতার মাপ। একটা বড় কাগজে কিসব যেন টুকলেন। কাগজের একপাশে বিলিখালার পায়ের অংশও আঁকলেন। মা কি একটা কাজে তাঁর কামরায় যেতেই তিন্নি টুক করে বিলিখালার কামরায় ঢুকল। বিলিখালার ডান পা তেমনি চাদর দিয়ে ঢাকা। তিন্নি মাথাটা উঁচু করে ডাক্তারের আঁকা খালার পা'টা দেখলো। কী যে সুন্দর হয়েছে। আমাদের ড্রয়িং স্যারের চাইতে অনেক ভাল আঁকে, তিন্নি মনে মনে স্বীকার করলো। স্বীকার করে যেন তৃপ্তিও পেলো। যাক, বিলিখালার জন্য তাহলে ডাক্তারই এসেছে। ডাক্তারির সাথে সাথে এমন ভাল আঁকতেও পারে।

আট

বাবা একজোড়া লাঠি নিয়ে এসেছেন।

তিন্নি লক্ষ্য করেছে এগুলো সাধারণ লাঠি নয়, একটু ভিন্ন ধরনের। লাঠিগুলো কাঠের তৈরী। উপর দিকে এসে লাঠির দু'টো মাথা বেরিয়েছে।

www.pathagar.com

মাথা দু'টোর দূরত্ব প্রায় ৬/৭ ইঞ্চি। দু' মাথার মাঝে বসানো হয়েছে কাঠের রোলার। ওটার উপর বেশ ভার রাখা যায়।

পরদিন ডাক্তার এলে বাবা লাঠিজোড়া তাঁকে দেখালেন। তিনি আবার ফিতে বের করে কিসব মাপলেন টাপলেন। লাঠির এ মাথা ও মাথা টেনে-টুনে দেখলেন। বোধ হয় লাঠি জোড়া তাঁর চাহিদা মোতাবেক হয়েছে, তাঁকে বেশ খুশী খুশী দেখাতে লাগলো।

আড়ি পেতে তিন্নি বাবা আর ডাক্তারের মাঝে আলাপের অনেক কিছু শুনল। ক্রাচ্ কথাটা কয়েকবার তার কানে এলো। ক্রাচ্ কি ক্রাচ্ ? তিন্নি জানে না। বিলিখালা সেরে উঠলে বাবার যদি মেজাজ ভাল হয়, তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করা যাবে'খন।

নয়

তারপর দিনও এলেন সেই শিল্পী ডাক্তার।

তিন্নি আড়াল থেকে সব দেখতে লাগল।

ক্রাচ্ দু'টো এনে দিনতো। ডাক্তার বাবাকে বললেন।

বাবা তখন বিলিখালার খাটের তলা থেকে ক্রাচ্ বের করে দিলেন। ওমা এই-ই-ক্রাচ্। ক্রাচ্ কেন। তিন্নি খুব কৌতুহলী হয়।

বিলিখালাকে আস্তে দাঁড় করানো হলো খাটের পাশে। বাবা বিলিখালাকে ধরেছেন, তবুও খালা কাঁপছিল। তখন ডাক্তার বিলিখালার দু' বগলের তলায় ক্রাচ্ দু'টো ঠেলে দিলেন। ডাক্তার বিলিখালাকে দেখিয়ে দেন কিভাবে শরীরের ভার রাখতে হবে। এক পায়ের উপর ভর দিয়ে ক্রাচ্ দু'টো সামনে

www.pathagar.com

এগিয়ে দিতে হয়। তারপর শরীরটাকে সামনে একটু ঝুঁকিয়ে ক্রাচের উপর ভর দিয়ে এক কদম সামনে এগুতে হয়।

খট্ একবার ক্রাচের আওয়াজ হয়, আরেকবার পায়ের। ডাক্তার তাঁর ডান পা'টা ঝুলিয়ে দিব্যি ক্রাচের উপর হাঁটলেন।

ডাক্তারকে ওভাবে হাঁটতে দেখে তিন্নি মনে মনে হাসে। মাঝে-মধ্যে এদিকে এক লোক ভিক্ষা করতে আসে। ঠিক এভাবেই ল্যাংচে ল্যাংচে, শরীরটাকে টেনে টেনে।

ডাক্তারের দেখাদেছি বিলিখালা একদম এগুতে পারল না।

ডাক্তার বলেছেন, অভ্যাস করতে হবে। আরো বলেছেন, শাড়ি মাটি পর্যন্ত অত নীচু করে পড়লে ক্রাচে জড়িয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

www.pathagar.com

দশ

দুপুরে খেয়ে দেয়ে সবাই যখন ঘুমুতে যায়, বিলিখালা তখন বড় কষ্ট করে খাট থেকে নামে। উবু হয়ে খাটের তলা থেকে বের করে ক্রাচ্ দু'টো। ক্রাচ্ নিয়ে দাঁড়াতে পারে কিন্তু সামনে পা বাড়াতে গেলেই শরীরটাকে আর সোজা রাখা যায় না। হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার যোগাড়। তাছাড়া, ক্রাচের উপর শরীরের ভার রাখতে গেলে বগলে কেমন যেন ব্যথা পাওয়া যায়। দূর ছাই !

বিলিখালা খাটের কিনারায় বসে পড়ে। ক্রাচ্ দু'টোকে ঠেলে দেয় খাটের ধারে। ভাল্লাগে না, এ রকম ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটা। আসলে ক্রাচ্ নিয়ে হাঁটতে বিলিখালার লজ্জাও লাগে। তিন্নি আর তাতু যদি দেখে ফেলে।

তাই বিলিখালাকে সুযোগ খুঁজতে হয়, কখন ওরা ঘুমুবে।

এগারো

খট্, খশ্। খট্, খশ্।

তিন্নির কানে আবছা আওয়াজ ভেসে আসে।

সকাল হলো বুঝি !

ধু-উ-শ-শ্। দুপুরে ঘুমুলে মাঝে মধ্যে এমনই মনে হয়। ঠিক যেন সকাল। বুকটা ধড়াশ করে উঠে, ইসকুলের বোধহয় দেরিই হয়ে গেল। চোখ কচলে নিতেই আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হয়ে আসে। তখন মন্টা এক্কেবারে ফুরফুরে হয়ে যায়।

www.pathagar.com

তাই তিন্নি চোখ কচলে নিল কয়েকবার।

খট্, খশ্। খট্, খশ্। আওয়াজটা আগের চাইতেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তখন তিন্নি উঠে পড়ে।

কোন্ দিক থেকে আওয়াজটা আসছে?

তিন্নি কান পাতে। বিলিখালার কামরা থেকেই আসছে মনে হয়। তিন্নি ওদিকেই পা বাড়ায়।

ঐ যে বিলিখালা। বগলের তলায় ক্রাচে ভর করে এদিকে পা বাড়াবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করতে গিয়ে বিলিখালা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছে। ইশ্, বিলিখালার খুব কষ্ট হচ্ছে, তিন্নি ভাবে। তবুও, খালা যেই এক পা আগে বাড়ালো, তিন্নি খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠলো।

কিন্তু এবার ডানপায়ের উপর দাঁড়িয়ে ক্রাচ্ দু'টো সামনে বাড়িয়ে দিতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে ধড়াম। খালা ক্রাচসহ পড়ে গেল। আর তখন তিন্নি দেখলে বিলিখালার ডান পা-টি নেই। হাঁটুর তলা থেকে কাটা।

www.pathagar.com

তিন্নির বুকটা কেমন করে উঠে। বিলিখালার ডান পা' নেই। তার মানে বিলিখালা কোনদিন আমাদের মতো হাঁটতে পারবে না। দৌড়াতে পারবে না।

বিলিখালা কোনমতে সোজা হয়ে বসে ডান পায়ের উপর শাড়িটা টেনে দেয়ার চেষ্টা করে। তিন্নি তখন দৌড়ে গিয়ে বিলিখালার বুকে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠে, "খালা, বাবার কলম আমি ভেঙেছি। আমি ভেঙেছি।"

বিটকেলে টিকটিকিটা সায় দিয়ে যায়, ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্।

বিলিখালা তিন্নির মাথায় আনমনে বিলি কাটে, যেন সান্ত্বনা দেয়। খালার চোখেও পানি।

www.pathagar.com

হুল

সংকলনে
বদরে আলম

www.pathagar.com